টলস্টয়ের ‘পুনত্থান’

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

টলস্টয়ের “পুনত্থান” উপন্যাসে একটি দৈত্য আছে -- বিকট ও ভয়ঙ্কর। না, দৈত্যের মতো বিশাল নয় এই উপন্যাস। এর জগৎটা ‘যুদ্ধ ও শান্তির’ জগতের মতো বিরাট নয়, “আনা কারেনিনার” জগতের চেয়েও ছোট এর গল্প একরৈখিক। কিন্তু এর একেবারে কেন্দ্রভূমি দখল করে বসে আছে যন্ত্রের শাখা - প্রশাখা --- তার জমিদার, আমলা, পুলিশ, সৈনিক, গীর্জা, সর্বোপরি তার বিচারব্যস্থা ও কারাগার সবাই মিলে যে দানবীয় তৎপরতার লিপ্ত সেটা যতক্ষণ না - দেখে পারা যায় ততক্ষণই স্বস্তি। কিন্তু টলস্টয় তো না - দেখে পারেননি। এই দানবের নিষ্ঠুরতম ত্রিয়া হচ্ছে নিরীহ, নিষ্পাপ মেয়েদেরকে গণিকায় পরিণত করা, যার ছবি টলস্টয় এ উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন তাঁর অসামান্য শিল্পশক্তি দিয়ে। গণিকাবৃত্তি ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির সমস্যা নয়, সামাজিক সমস্যাও নয় নির্দিষ্ট অর্থে, মূলত এটি একটি অর্থনৈতিক সমস্যা। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই ক্ষমতা দেয় ধনীকে নারীর দেহ উপভোগের। ক্রেতা জানে সে কি কিনছে, বিক্রেতাও জানে সে কি বিক্রি করছে। বাজারের পণ্য; প্রেমের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

কাটুসা -- যে নায়িকা এই উপন্যাসের -- সুন্দরভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঁচতে পারেনি, কেননা একে সে গরীব, তার উপর সে সুন্দরী। একদা প্রেমে পড়েছিল সে রাজপুত্র নেখলুদভের। কৈশোরিক সে - প্রেম অত্যন্ত কাব্যময়। বসন্তে যেমন ফুল ফোটে, গান করে পাখি তেমনি প্রেম এসেছিল তার জীবনে। একেবারেই স্বাভাবিকভাবে।

কাটুসার বাবা কে সেটা জানা যায় না। মা’র তার বিয়ে হয়নি, কিন্তু বছরে বছরে সন্তান হয়েছে। সেই সন্তানদেরই একজন এই কাটুসা, ষষ্ঠ সন্তান। অযত্নে কাটুসার আগের ভাই - বোনগুলো মরে গেছে। কাটুসা বাঁচল, আর বাঁচল বলেই বোধ হয় মরল সে। বাড়ির কর্ত্রী যে দু’জন মহিলা তাদের একজন গোয়াল ঘর পরীক্ষা করতে এসে দেখে বাড়ির চাকরানী শুয়ে আছে পাশে বাচচা নিয়ে। ফুটফুটে শিশুটিকে দেখে ভারি মায়া পড়ে গেল অবিবাহিতা ওই মহিলার। ফলে শিশুটি মরল না। সে কেবল বাঁচল না, অত্যন্ত সুশ্রী ও প্রাণবন্ত হয়ে বাড়তে থাকল দিনকে দিন। বাড়ির কর্ত্রী দু’বোনের একজনের ইচ্ছা কাটুসা ভালো ভালো জামা কাপড় পক, পড়ালেখা শিখুক, ভদ্রমহিলা হয়ে উঠুক একজন। অন্য বোনের মনটা কিছুটা কঠিন, তার ইচ্ছা, এসব কিছু নয়, চাকরানীর মেয়ে চাকরানীর মতোই বড় হবে। ফলে, এই দুই মতের টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে কাটুসা না হলো পুরো চাকরানী, না পুরো ভদ্রমহিলা।

বয়স যখন ষোল, তখন উনিশ বছরের নেখলুদভের সঙ্গে তার পরিচয়। নেখলুদভ পদবীতে রাজপুত্র, আচরণে ছাত্র। কর্ত্রীদের ভ্রাতুষ্পুত্র সে, পড়ে ঝিবিদ্যালয়ে, ছুটিতে বেড়াতে এসেছে ফুফুদের বাড়িতে; ভুমিসংস্কারের ওপর নিবন্ধ লিখতে হবে তাকে। খুব স্বাভাবিক ভাবে, যেন প্রাকৃতিক মিয়মেই কাটুসা ‘নেখলুদভ আকৃষ্ট হয়েছে পরস্পর পরস্পরের প্রতি। শ্রেণীগতভাবে অনেক, অনেক দূরে তারা একে অপরের। কিন্তু কাটুসার মুস্কিল হলো এই যে, সে না চাকরানী না ভদ্রলোকের মেয়ে। অদৃষ্টের পরিহাস এইখানেই যে কর্ত্রী দু’বোনের মধ্যে যে হৃদয়হীনা, যার ইচ্ছা ছিল চাকরানীর মেয়েকে চাকরানীর মেয়ের মতো রাখা, সেই বরঞ্চ উপকার করতে চেয়েছিল কাটুসার, নিজের অজান্তে। কাটুসা বেঁচে যেতো চাকরানী হলে। তার শ্রেণীসত্তাকে ভুলে যেতে প্ররোচনা দিয়ে তার আপাত - উপকারী তার ক্ষতিই করেছে।

সে যাই হোক, কাটুসা - নেখলুদভের কৈশোর প্রেমে কোনো আবিলতা ছিল না। একদিন বিকেলে ঘটল এক ঘটনা। বা

ড়িরসব ছেলেমেয়ে মিলে দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটি খেলছিল, সে খেলার মধ্যেই একসময়ে নেখলুদভ ও কাটুসা দেখে তারা আলাদা হয়ে গেছে অন্যদের থেকে। সময়টা বসন্তের। প্রকৃতির ঘটেছে নবজন্ম। এটা বছরের সেই সময় ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্ট যখন কবর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। টলস্টয় তাঁর উপন্যাসের নাম দিয়েছেন "পুনত্থান', যীশুর পুনত্থানের বিষয়টিকে র ূপক হিসাবে পুরোপুরি ব্যবহার করেছেন টলস্টয় এই উপন্যাসে। ইস্টারের সময়েই ঘটল ঘটনা, একটি কিশোর ও কিশো ারীর নবজন্ম হলো ভালোবাসার ভেতর দিয়ে। তারপর ছুটি শেষে নেখলুদভ চলে গেছে।

নেখলুদভ আবার আসে তিন বছর পর। তিন বছরে অনেক দিক দিয়েই বদলেছে সে। এখন সে আর ছাত্র নয়, যোগ দিয়েছেসে সেনাবাহিনীতে, সেনাবাহিনীর নৈতিকতা তার নৈতিকতা হয়ে গেছে। এখন সে আর নিজে চিন্তা করে না, অন্যের চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হয়; এক সময়ে সে বিশ্বাস করতো যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি জিনিসটাই অন্যায়, এবং সে-জন্য সে তার অল্পবয়সী আদর্শবাদের তোড়েনিজের সব বিষয় - আশয় বাটোয়ারা করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন আর সে-সব নেই, এখন সে তার শ্রেণীরই আর পাঁচ জনের একজন হয়ে গেছে। অবিকল। "আনা কারেনিনা'র ভ্রনস্কিকে মনের রাখলে নেখলুদভকে বুঝতে সুবিধা হবে। কিন্তু নেখলুদভ ভ্রনস্কির পরের মানুষ আগের নয়; আরো বেশী অধঃপতিত সে। নিজের রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগ দেবার পরে এবার সে এসেছে ফুফুদের বাড়িতে। আবার দেখা কাটুসার সঙ্গে। এবার আরো কাছ াকাছি আসা পরস্পরের। পুনত্থানের রূপক আবারও গেছে এসে। রূপক নয় কেবল, ঘটনাও। এবার সেই ইস্টারের সময়ই; এবং যে - মধ্যরাতে যীশুর পুনত্থান ঘটে বলে বাইবেলে উল্লেখ আছে ঠিক তেমনি এক মধ্যরাতেই গীর্জায় দেখা দু'জনের।

"পুনত্থান" উপন্যাসে এই দৃশ্যটির বর্ণনা এর উজ্জ্বলতার অংশগুলোর একটি। চতুর্দিকে তখন শব্দ উঠেছে, "যীশু উঠেছেন! যীশু উঠেছেন!" নেখলুদভের কাছে মনে হচ্ছে সব কিছুই সুন্দর, কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর হচ্ছে কাটুসা। সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে সে। কাটুসা আছে বলেই পৃথিবীটা আছে। প্রার্থনার অনুষ্ঠান চলছে, তার মধ্যে পরস্পরকে চুমু খেলো তারা। একবার, দুবার, তিনবার। পরে তারা আরো কাছাকাছি হয়েছে। এর বর্ণনা টলস্টয় দেননি। কিন্তু নেখলুদভের ঘর থেকে যখন বেরিয়ে যায় কাটুসা তখন বাইরে কি ঘটেছিল তার কথা কিছুটা বলেছেন ঃ "তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। নীচে বহমান নদী থেকে শব্দ আসছিল বরফের। বরফ ভাঙ্গছে, ভাঙতে ভাঙতে শব্দ করছে, মচমচ, ঠুনঠুন, ফোঁপানো ফোঁপানো। একটা বহমান শব্দও আসছিল তখন। কুয়াশা নেমে যাচ্ছে, চাঁদের ম্রিয়মান আলোতে ওপর থেকে কালো ও ভয়াবহ একটা কিছু দেখা যাচ্ছিল।"

না, কোনো পাপবোধ তখনো ছিল না। প্রাকৃতিক ঘটনা যেন। বরফ গলছে। পুনত্থান ঘটেছে। কিন্তু ওই যে কালো মতন একটা কিছু, ভয়াবহ একটা কিছু --- সেটা তো ছিল। সেটাই আত্মপ্রকাশ করলো পরে। নেখলুদভ চলে গেল। তার ফুর্তিব াজ বন্ধু এসেছিল তাকে নিয়ে যাবার জন্য। যাবার আগে একশ' বলের একটি নোট গুঁজে দিয়ে গেল নেখলুদভ কাটুসার অনিচ্ছুক হাতে। তারপর আর তার খোঁজ নেই। অনুপস্থিতিতে কাটুসা সন্তানসম্ভবা হয়েছে। তখন কারো বলে দেবার অ ার অপেক্ষা রাখেনি যে, প্রেম পরাজিত হলো শ্রেণীর কাছে। কোথায় কাটুসা, আর কোথায় নেখলুদভ। এই যে একশ বলের নোট ওটা টাকা নয় কেবল, প্রতীকও। যে বেশ্যাবৃত্তি কাটুসা পরে গ্রহণ করেছে, বাধ্য হয়ে, তার সূচনা তো ওইখ ানেই, 'প্রেম' বিক্রি করে ওই তার প্রথম উপার্জন। এর পরে প্রেমতো বটেই, সে নিজেও পরিণত হয়েছে পণ্যে। না, পণ্যে বল া ভুল হবে, আসলে শোষণের ক্ষেত্রে। প্রেমিক নেখলুদভাই তার প্রথম শিকারী।

পরস্পরের শ্রেণীদূরত্বটা প্রথমে স্পষ্ট হয় কাটুসার কাছেই। সে এক অতি মর্মান্তিক, এবং পাঠকের জন্য অতি অবিস্মরণীয়,ঘটনা। এখানেও ট্রেন আছে, এই ট্রেন "আনা কারেনিনা" ট্রেনের মতো প্রতীক নয়, তবে কিছু কম নিষ্ঠুর নয়, ত াই বলে। কাটুসা ততদিন জেনে গেছে তার সন্তানসম্ভবতার কথা, কিন্তু নেখলুদভের আর দেখা নেই। ফুফুরা আশা করেছিল সে আসবে, কিন্তু টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছে সে যে তার পক্ষে আসা সম্ভব হবে না, পিটার্সবুর্গ যেতে হবে তাকে, জরী কাজে। ওই স্টেশন দিয়েই যাবে সে কিন্তু নামতে পারবে না। সেটা জেনে ছোট্ট একটি মেয়েকে সঙ্গী করে কাটুস া ছুটে গেছে স্টেশনে। তখন বেশ রাত, বৃষ্টি পড়ছে, শীত শীতবাতাস বইছে। মাঠের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে পেতে কষ্ট হচ্ছিল তার। এই স্টেশনে ট্রেন থামে মাত্র তিন মিনিট। কাটুসার পৌঁছতে পৌঁছতে ট্রেন ছাড়বার ঘন্টা পড়ে গেছে। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে ছুটতে ছুটতে প্রথম শ্রেণীর একটি কামরায় দেখা পেল নেখলসুদভের। ভেতরে উজ্জ্বল আলো, দু'জন অফিসার আছে

বসে, আসনগুলো ভেলভেটে মোড়া, তাস খেলছে তারা। নেখলুদভ একটি আসনের হাতলে বসে আছে, হাসছে কি যেন বলে। কাটুসা চিনতে পেরেছে। চিনে তার প্রায় - অবশ হাতে কাঁচের জানালায় টোকা দিয়েছে। আর ঠিক তখনি, যখন দিচ্ছে টোকা সেই সময়েই, শেষ ঘন্টা শোনা গেল। আর ট্রেনটা উঠলো সচল হয়ে। প্রথমে ধীরে, পরে জোরে চলল ট্রেন। কাটুসা দৌড়ালো খানিকটা। তারপর ও ওখানে বসে আছে ঝলমলে কামরায় ভেলভেটে মোড়া আসনে, হাসি ঠাট্টা করছে, মদ খাচ্ছে! আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি কাদায়, অন্ধকারে, ঝড়ে, বৃষ্টিতে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছি।'' ভাবলো সে মনে মনে। সে বসে পড়ল মাটিতে, আর এমন জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো যে সঙ্গের ছোট মেয়েটা নিজেই যে ভিজে গিয়েছিল, সে মনে হয় ভয় পেয়ে কাটুসাকে সে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো।

ট্রেন চলে গেছে। দূরত্ব বেড়েছে দু'জনে, যেমন বাড়ে চলমান ট্রেনের সঙ্গে স্থবির ষ্টেশনের। কাটুসা আত্মহত্যার কথা ভাবেনি তা নয়। পরে ট্রেনটা আসতে যা দেরী, তারপর মাথা পেতে দাও নীচে। শেষ ওইখানেই। ঠিক করে ফেলেছিল শোধ নেবে তার প্রেমিকের ওপর ওইভাবেই আনা কারেনিনা যেভাবে শোধ নিয়েছিল ভ্রনস্কির ওপর। কিন্তু আনার তুলনায় কাটুসার বয়স কম, আনার তুলনায় স্বার্থপরতাও কম, অনাগত সন্তানের সাড়া পেয়েছিল সেই মুহূর্তেই, সেই শিশু নড়েচড়ে উঠেছিল গর্ভে। তাতেই বাঁচল সে। আনা বাঁচেনি, আনা আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল মাতৃত্বে।

কিন্তু ওই রাতেই মারা গেল তার বিশ্বাস। মানুষের মহত্ত্বে আস্থা হারালো সে চিরতরে। যে পুষটিকে মনে হয়েছিল সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই যখন তাকে ব্যবহার করে ফেলে দিয়ে গেল এভাবে তখন সংসারের নিম্নতর পুষগুলোর কাছে কিই বা থাকে তার প্রত্যাশার! না, মোটেই ভুল বোঝে নি কাটুসা। তারপর দিনে দিনে, ধাপে ধাপে বুঝেছে সমাজ কেমন নিষ্ঠুর, পুষেরা কেমন মাংসাশী। ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত বেশ্যালয়ে স্থান হয়েছে তার। হ্যাঁ, পারত সে একজন শ্রমজীবীর জীবন বেছে নিতে। কিন্তু -- জীবনের ভয়াবহতা তো অজানা নয় তার, দেখেছে সে শ্রমজীবীদের জন্য কেমন করে অপেক্ষা করছে অকাল মৃত্যু। বারবণিতার জীবন অতিশয় জঘন্য, তবু এই জীবনকে বেছে না নিয়ে কোনো উপায় ছিল না তার পক্ষে। শ্রমজীবী হওয়া তার জন্য নয়, সে হবে রূপজীবিনী।

দশ বছর পর আবার আমার কাটুসাকে দেখি। এবার সে আসামী এক আদালতে। একটি অতিঅপদার্থ অতিবড় বদমায়েস ব্যবসায়ীকে খুন করেছে কাটুসা। বিষাক্ত মদ খাইয়ে। কাটুসা অস্বীকার করছে না যে মদ সে খাইয়েছে, তবে মদে বিষ আছে জেনে সে খাওয়ায় নি! তাকে বলা হয়েছিল, যে - ওষুধ তাকে দেয়া হয়েছে মদের সঙ্গে সেটা মিলিয়ে দিলে লোকটা ঘুমিয়ে পড়বে, আর কাটুসা তখন তার নির্যাতনকারীর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবার পথ পাবে একটা।

এই মামলার বিচার হচ্ছে আদালতে। বিচার করার জন্য জুরিরা বসেছেন। অত্যন্ত মানভাজন ব্যক্তি তাঁরা সবাই। তাঁদের মধ্যে একজন কিন্তু কাটুসাকে দেখেই চিনে ফেলেছে। সে-ব্যক্তি অন্য কেউ নয়, সে যে কাটুসার প্রথম প্রেমিক, সেই নেখলুদভ। নেখলুদভকাটুসাকে চিনেছে, কাটুসা কিন্তু নেখলুদভকে চিনতে পারে নি। না - পারার কারণ আছে। প্রথমত, নেখলুদভ এখন অনেক বদলে গেছে, তার গায়ে নেই সামরিক উর্দি, তার নেই পুরাতন গোঁফ ও দাঁড়ি। তারচেয়েও বড় কারণ অবশ্য একটা যে, কাটুসা তাকে মনে রাখতেচায়নি। সব সময়ে চেয়েছে দুঃস্বপ্নের মতোই তাকে মুছে ফেলতে - স্মৃতি থেকে।

নেখলুদভ লোকটি কিন্তু দুর্বৃত্ত নয়। প্রতারক নয়। টলস্টয় শোর মতো, আদি পাপে বিশ্বাস করেন না তিনি, যদিও ধার্মিক ঠিকই এবং এ বইতে ধর্মীয় রূপক ব্যবহার করা হয়েছে এবং বই শেষ হয়েছে ধর্মের বাণী দিয়েই। টলস্টয়ের ধর্ম একটি নিজস্ব মতবাদ যেখানে আনুষ্ঠানিকতা অপ্রয়োজনীয়, এবং ''পুনথানে'' একটি কাজ তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে করেছেন, যা হলো প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের হাস্যকরতা এবং ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারে নিষ্ঠুরতা উন্মোচন। নেখলুদভের মধ্যে আসলেই একটি ভালো মানুষ ছিল। সেই ভালো মানুষ সত্তাটি অনিবার্যরূপে আত্মসমর্পণ করেছে শ্রেণী সত্তার কাছে। শ্রেণীর হাতে বন্দী নেখলুদভ তাই করছে যা তার শ্রেণীর অন্য পাঁচজন অবিবাহিত পুষ করে থাকে। সেনাবাহিনীতে এখন আর নেই সে, এখন তার হাতে অগাধ সময় ও অগাধ সম্পদ। সে সমাজে ঘুরে বেড়ায়, বিবাহিত মহিলার সঙ্গে প্রেম করে, অবিবাহিত একটি মেয়েকে বিয়ে করবে এমন ভাব দেখায়। কিন্তু সেদিন ভরদুপুরে, প্রকাশ্য দিবালোকে, আদালতের ভেতর বসে থাকা অবস্থায় তার ভেতরে পুনরুত্থান ঘটল তার সেই প্রাথমিক সত্তার। যীশু মনে হয় ফিরে এলেন পৃথিবীতে, কবর থেকে উঠে।

মহামান্য আদালতের বিচারে কাটুসার যা হবার তাই হলো। শাস্তি হলো। অনেকেই বুঝলো সে নির্দোষ। তর্কও করলো।

কিন্তু কাটুসা তো ভালো উকিল রাখতে পারেনি, তার তো টাকা ছিল না। নেখলুদভ যে জোর দিয়ে কিছু বলবে তার পক্ষে তাও পারল না। তার ভয় অতি উৎসাহ দেখালে পরে ধরা পড়ে যায়। বিচার সভার সভাপতি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন ঠিকই, কিছু কম কথা বলেননি তিনি। কিন্তু কাটুসা যদি খুনের অপরাধী না হয় তাহলে কিসের অপরাধে অপরাধী সে, সেটা যে স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে এই কথাটি জুরির সদস্যদের বলে দেননি। অবশ্যি বেচারারও দোষ নেই, তাঁরও তাড়া ছিল, শহরের এক হোটেলে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল এক বিদেশী বান্ধবী; মেয়েটির সাথে সন্ধে ছ'টার মধ্যেই দেখা করা দরকার, নইলে পাখি উড়ে যাবে। বিচারপতির ঘরে স্ত্রী আছে কিন্তু তাতে কি। বিচারকদের একজন ঝগড়া করে এসেছিলেন নিজের স্ত্রীর সঙ্গে, মেজাজ তাই খারাপ ছিল তাঁর। কাটুসা যেহেতু দুর্বল পক্ষ তাই ওসব কিছুই গেল তার বিপক্ষে। সশ্রম কারাবাসের জন্য তাকে তখন যেতে হবে সাইবেরিয়াতে।

আদালতের যে ছবি দিয়েছেন টলস্টয় তা ডিকেন্সীয়। এর নির্মম বিদ্রুপ মনে করিয়ে দেয় সুইফটকেও। পরিহাসকুশলতা ফরাসী ব্যাঙ্গলেখক রাবেলে -- সুলভ, যাঁর উল্লেখ আছে এ উপন্যাসে। লেখায় কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র থাকেন। তাঁর নিজের প্রধান আকর্ষণ নেখলুদভের চরিত্রের প্রতিই। নেখলুদভের সমস্যা নৈতিক সমস্যা। কিন্তু নৈতিক সমস্যাকে আলাদা করে ধরবেন কি করে তিনি সামাজিকসমস্যা থেকে? সামাজিক সমস্যার মূল আবার প্রোথিত অর্থনৈতিক সমস্যায়। অর্থনীতিকে পাহারা দিচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র। এসব কিছুই আছে উপন্যাসে। এর গভীরতা মহাকাব্যের।

কিন্তু ওই যে বললাম, নেখলুদভকেই দেখছেন তিনি প্রধানতঃ, এবং নেখলুদভের দৃষ্টিতেই দেখছেন আশেপাশের জগৎকে।টলস্টয়ের উপন্যাসে আত্মজৈবনিকতা অতিপ্রসিদ্ধ। বারবার ঘুরে ঘুরে আছেন তিনি। প্রথম জীবনে লিখেছেন তিনি, "শৈশব", "কৈশোর" ও "যৌবন"। "শৈশব" যখন ছাপা হয় "আমার শৈশবস্মৃতি" ---এই নামে তখন তিনি আপত্তি করেছিলেন অবশ্য। সেই আপত্তি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা নিজেকে বড় করে তুলতে চাননি তিনি, নিজের বিশেষই নির্বিশেষ হয়ে ওঠে। "যুদ্ধ ও শান্তিতে" তিনি যে আছেন সে আমরা দেখেছি। দেখেছি আছেন তিনি "আনা কারেনিনা"তে; "পুনত্থানে" আছেন আরো জোরেশোরে, একরৈখিক গল্পের একেবারে কেন্দ্রেই তিনি --- নেখলুদভের ছদ্মবেশে। নেখলুদভের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য একাধিক দিক দিয়ে। প্রথমত, ঘটনায়। স্টলস্টয় নিজেই বলেছেন নেখলুদভের মতো তিনিও যৌবনে দু'টি মেয়েকে নষ্ট করেছিলেন। সে নিয়ে তাঁর অনুশোচনাও ছিল। দ্বিতীয়ত নেখলুদভ ও তিনি একই শ্রেণীর লোক। তৃতীয়ত, এবং এটাই অধিক তাৎপর্যপূর্ণ নেখলুদভের চিন্তা - চেতনার সঙ্গে আছে তাঁর চিন্তা - চেতনার গভীর মিল। যেন তাঁরই মুখপাত্র এই নায়ক। এই চিন্তা চেতনার কথায় আমরা পরে আসবো, আরেকবার।

আবার স্মরণ করা যাক আদালতে কি ঘটেছিল। আদালত ভাঙ্গলে যে যার কাজে চলে গেল। কাটুসা কাঁদল অনেকক্ষণ। পরে মনে পড়ল যে তাঁর ক্ষিধে পেয়েছে। সে চলে গেল কারাগারে। না, কাটুসার তেমন কোনো অভিযোগ নেই তার বেশ্যাবৃত্তি নিয়ে, সেটাকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে। সমাজকে চেনে, পুষ মানুষকে চেনে, তার কোনো মোহ নেই; তার দুঃখ এই খুনী বলে সাব্যস্ত হওয়ায়। ওদিকে নেখলুদভের মনের ভেতর তখন পুনত্থান ঘটেছে সেই ঊনিশ বছরের যুবকের। আগেই বলেছি এখনকার নেখলুদভ ভিন্ন মানুষ। এখন সে তার শ্রেণীরই একজন। বিবাহিত এক মহিলার সঙ্গে 'প্রেম' করে, অবিবাহিত একটি মেয়েকে বিয়ে করবে এমন আভাস দিয়েছে। অগাধ তার বিষয় - আশয়, কাজ নেই করবার। সকলকেই চেনে, সকলেই জানে তাকে। এই সামাজিক নেখলুদভের অভ্যন্তরে চাপা পড়ে গিয়েছিল যে আবেগপ্রবণ ও সৎ নেখলুদভ, গিয়েছিল হারিয়ে, সে জেগে উঠল এবার। বিচার সভার সভাপতির সঙ্গে কথা বলল। আদালতেই পরামর্শ করল সে একজন জাঁদরেল উকিলের সঙ্গে দেখা করে। এখন তার মনে একই চিন্তা, কি করে কাটুসাকে উদ্ধার করা যায়।

ওদিকে তার পুরাতন, অভ্যস্ত সামাজিক জীবন ছায়া ফেলে। এ সেই জীবন যেখানে লোকেরা ফরাসী ভাষায় কথা বলে, চিঠিলেখে। মেয়ের পাশাপাশি মা'ও প্রেম করে। যে মেয়েটিকে নেখলুদভের বিয়ে করার কথা, সে আশা করছে নেখলুদভ তার প্রতি দৃষ্টি দেবে। মেয়েটি নেখলুদভের পুরানো জীবনের সাক্ষী। কিন্তু নেখলুদভতো এখন ভিন্ন মানুষ। ওর কাছে এই জীবন লজ্জাজনক ও ভয়ঙ্কর। কিছুই ভালো লাগে না ওর। ভ্রণঙ্কি যেমন চেষ্টা করেছিল, নেখলুদভও তেমনি একবার চেষ্টা করল শিল্পী হবে। এখন কিন্তু ওকাজেও কোনো উৎসাহ নেই। নিজের মা'কে স্মরণ করার চেষ্টা করেছে সে। মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে দেখে সেই ছবি আর আগের মতো শ্রদ্ধার ভাব আনছে না মনে, বরঞ্চ মনে হচ্ছে মায়ের এই অর্ধউলঙ্গ ছবিটিতে এমন কিছু একটা আছে যা লজ্জাজনক ও ভয়ঙ্কর। মনে পড়ে মৃত্যুর আগে মা ওর হাত ধরে মাফ চেয়েছিলেন। ম

ায়ের অর্ধউলঙ্গ ছবি মিশে যায় আব একটি অর্ধউলঙ্গ জীবন্ত, নারীমূর্তির স্মৃতির সঙ্গে। বড়লোকের সেই মেয়েটির যাকে ওর বিয়ে করবার কথা।

কামরায় বসে নেখলুদভ ভাবে সে পালাবে। এ সব বন্ধন ছিন্ন করে পালাবে সে। কন্‌স্‌টান্টিনোপল যাবে। তারপর রে ামে।তখন হঠাৎ মনে পড়লো আবার কাটুসার কথা। মনে এলো পুরানো দিনের স্মৃতি। চীৎকার করে গালাগাল দিলে সে নিজেকে। ঠগ বলে, বলল বদমাস। ঠিক করলো পুরনো জীবনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করবে সে। পিসির কাছে সব বলবে খুলে। তারপর কাটুসার কাছে যাবে। বলবে, কাটুসা আমি অপরাধী, আমাকে মাফ করে দাও। হাঁ, আমি কাটুসাকে বিয়ে করবো, যদি প্রয়োজন হয়। ভাবতে ভাবতে পানি এসে যায় দু'চোখে। ঘরটা খুব গরম মনে হয়। জানালা খুলে দেখে, ব াইরে সব চুপচাপ, আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছে, রাত্রিটা পরিষ্কার। চমৎকার, চমৎকার মনে হয় কিছু --- তার কাছে। ভেতরে যা ঘটেছে তা আরো বেশী সুন্দর। নেখলুদভ ঠিক করল, জায়গা - জমিযা আছে কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেবে। শহরের সব বড় বাড়ি রাখবে না। ছোট করে আনবে প্রয়োজন। । এবং যদি প্রয়োজন হয়তবে কাটুসাকে বিয়ে করবে।

কারাগারের যে ছবি টলস্টয় দিয়েছেন এ উপন্যাসে তা ঔপন্যাসিক প্রয়োজনেই এসেছে। কিন্তু সে ছবি স্বৈরাচারী শাসনের নিষ্ঠুরতার এক দলিল বটে। মানুষকে অমানুষ করে তোলার যে চমৎকার ব্যবস্থা সমস্তটা সমাজ জুড়ে ব্যস্ত তারই একটি ঘনীভূত ছবি পাওয়া যাবে এখানে। 'অপরাধী' সবাই, কিন্তু ওদের মধ্যে ভালোবাসাও গড়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প ারস্পরিক সহমর্মিতা। আর আছে রাজনৈতিক বন্দীরা যারা বিদ্রোহ করেছে, অনেকেই পছন্দ করেন না, কিন্তু এই বন্দীদের অনেকেই যে মানুষ হিসেবে আমলা, পুলিশ, জেনারেল, বিচারক, উকিল, জমিদার, সামাজিক মহিলা ইত্যাদির চেয়ে মহৎ তাতে কোনোই সন্দেহ নেই টলস্টয়ের।

কারাগারে কয়েদীদের নৈতিক উন্নতির জন্য ধর্মীয় তৎপরতারও সুবন্দোবস্ত আছে বৈকি। সে সুবন্দোবস্তের যে ছবি টলস্টয় দিয়েছেন "পুনত্থানে" তা অবাস্তবিক নয়, তবে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে রেগে যাবার জন্য অবশ্যই যথেষ্ট। বর্ণনার একাংশ উদ্ধৃতিযোগ্যঃ

অনুষ্ঠান শু হলো।

সেটি ছিল এই রকমের। সোনালী জরির অদ্ভুত ও অস্বস্তিকর একটা পোশাক পরে পুরোহিত একটা টি কেটে টুকরো টুকরে া করলেন। টুকরোগুলোকে সাজালেন তিনি একটি তসতরিতে। তারপর ডোবালেন মদে। আর সর্বক্ষণ নানান নাম ও মন্ত্র আওড়াতে থাকলেন। এই সময়ে অন্য একজন স্বাভাবিক ভাষায় এমনিতেই দুর্বোধ্য কিন্তু খুব দ্রুত পড়ে আরো দুর্বোধ্য করে একটি প্রার্থনা পাঠ করলেন তারপর কয়েদীদের সঙ্গে সেটা গাইলেন তিনি। প্রার্থনার মূল কথা হলো সম্রাট ও তাঁর পরিবারের মঙ্গল কামনা। এই দরখাস্ত বার বার করা হলো --- প্রথমে আলাদাভাবে, পরে অন্য প্রার্থনার সঙ্গে মিলিয়ে। সবাই হাঁটু গেড়ে জানালো এসব আবেদন। --- এই অনুষ্ঠানের সারৎসার নিহিত ছিল এই ধারণায় যে, ওই যে মদে ভেজ ানো টির টুকরোগুলি, যেগুলো পুরোহিত কেটেছেন ও মদে ভিজিয়েছেন, বিশেষভাবে নাড়াচাড়া ও প্রার্থনার ফলেই সেগুলো ঈশ্বরের মাংস ও রক্তে পরিণত হয়েছে।

এই নাড়াচাড়াগুলো ছিল এরকম ঃ সোনালী কাপড়ের ছালা বহন করার অসুবিধা সত্ত্বেও পুরোহিত নিময়মমাফিক হাত দুটো তুললেন, প্রসারিত করলেন, তারপর দুম করে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন, টেবিল ও টেবিলের উপর যা কিছু ছিল সব কিছুকে চুমু খেলেন; কিন্তু প্রধান কাজটি অবশ্য হলো দুই কোনায় ধরে একটি কাপড়কে ধীরে ধীরে কিন্তু ছন্দে পোর তসতরি ও সোনার পেয়ালার উপর দিয়ে দুলিয়ে নেয়া। এই বিন্দুতেই নাকি টি ও মদ মাংস ও রক্তে রূপান্তরিত হবার কথা; কাজেই এই কাজটা করা হলো সবচেয়ে বেশী গাম্ভীর্যের সঙ্গে।

ধর্মের এই অনুষ্ঠানিক দিকটিকে একেবারেই হাস্যকর করে দিয়েছেন টলস্টয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, "পুনত্থান" লেখ ার আগেই তিনি "স্বীকারোক্তি" লিখেছিলেন, যে বইতে তিনি তাঁর "ধর্মান্তরের' কথা বলেছেন, প্রচলিত খ্রীস্টধর্ম পরিত্যাগ করে তিনি একটি অনুষ্ঠানিকতাবিহীন ব্যক্তিগত ধর্মমত গড়ে তুলেছিলেন, যে ধর্মমত সম্পর্কে বলবার জন্য "পুনত্থানের" শেষ দিকে তিনি একটি এমনিতে কিম্ভূত কিন্তু আসলে গভীর একজন বৃদ্ধকে উপস্থিত করেছেন। সেই বৃদ্ধ বলে তার কোনো ধর্ম নেই, কাউকে সে বিশ্বাস করে না এক নিজেকে ছাড়া। অন্যকে বিশ্বাস করা মানে দল বেঁধে কানা কুকুরটার মত হামাগুড়ি দেয়া। তার বিষয় নেই আশয় নেই, বাড়ি নেই ঘর নেই, এমনকি নামও নেই। নিজেই নিজের শাসক সে, অন্য কোনো শ

াসককে মানে না। তাকে জেলে পোরা হয়েছে বৈধ কাগজ - পত্র তার সঙ্গে নেই বলে। কিন্তু তাতে তার ভয় নেই, তার স্ব াধীনতা খর্ব করতে পারে এমন শক্তি কোথাও নেই। ধার্মিক নৈরাজ্যবাদী সে। শেষ বয়সের টলস্টয়ের মত।

নেখলুদভ অতিউচ্চ সমাজের মানুষ। সে প্রভাব বিস্তার করল কারাগারে গিয়ে কাটুসার সঙ্গে দেখা করতে। যেন একটা মস্ত বড় নৈতিক কর্তব্য পালন করছে এমন অহমিকা নিয়ে সে বলল কাটুসাকে তার অনুতাপের কথা। বলল, কাটুসাকে সে বিয়ে করত চায়। ভেতরে নিশ্চয়ই এই অহমিকাটা ছিল যে, কাটুসা উল্লসিত হয়ে উঠবে। খুব খুশী মনে সম্মত হবে, গ্রহণ করবে প্রেমিকের এই আত্মত্যাগ। কিন্তু জীবন এমনই নির্মম যে কাটুসা শুনল সে - কথা একেবারে শীতল ভঙ্গিতে। পীড় াপীড়ি করায় এক পর্যায়ে বলেছে সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কথা। বলেছে, না, বিয়ে সে করবে না নেখদুলভকে। নেখলুদভ ত াকে ব্যবহার করেছে এই জগতে নিজের সুখ নিতে। আবার ভাবছে ব্যবহার করবে পরের জগতে, পারলৌকিক সুখের জন্য -- না, এটা সে হতে দেবে না। এক ভুল দুবার করবে না। তবু নেখলুদভ দূরে সরে যায়নি। থেকেছে তার কাছাকাছিই।

আসলে এই নেখলুদভতো অন্য নেখলুদভ। সে তার নিজের মত করে এগুচ্ছে শ্রেণীচ্যুতির অভিমুখে। এইখানে সে টলস্টয়ের অন্যান্য নায়কদের থেকে স্বতন্ত্র। "যুদ্ধ ও শান্তির" পিয়ের কিম্বা "আনা কারেনিনার" লেভিন এরা কেউ ভাবেনি শ্রেণীচ্যুতির কথা আসলে প্রযোজনই হয় নি তাদের সেকথা ভাববার। পিয়ের ভূমিদাসদের মুক্ত করে দিচ্ছে ডিসেম্বর বিপ্লবীদের সঙ্গে সে যোগাগোগ রাখছে --- এটাই যথেষ্ট ছিল, তার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। লেভিন এগিয়ে গেছে আরো খ ানিকটা, তাকে ভাবতে হচ্ছে কৃষকের সঙ্গে সমঝোতার কথা, জমিদারী ব্যবস্থা ভেঙে দেবে না সে, ভূমিতে ব্যক্তিগণ মালিক ানা থাকবে, কিন্তু নিজে সে পরিশ্রম করবে, পাশাপাশি থাকবে সে কৃষকদের। টলস্টয় বলেন না, কিন্তু আমরা বুঝি লেভিন প্রতারিত করেছে নিজেকে ও কৃষকদেরকে -- উভয়কেই। নেখলুদভকে এগিয়ে যেতে হয় আরো একধাপ। ১৮৮৯ তে শু হয়ে ওই উপন্যাস লেখা শেষ হয়েছে ১৮৯৯ তে; ১৯১৭ -র বিপ্লবের দিকে এগুচ্ছে তখন শ দেশ, সেই এগিয়ে যাওয়া প্রতিফলিত নেখলুদভের চিন্তায়। তার জন্য সমঝোতার পথ আর খোলা নেই; তাকে ত্যাগ করতে হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাই করল সে। ভূমির কিছুটা দিয়ে দিল কৃষকদেরকে, খুব অল্প খাজনায়। বাকিটা দিল বিক্রি করে। ত্যাগকরল ঘর সংস ার, বেরিয়ে পড়ল কাটুসার পিছু পিছু। নতুন এক যাত্রায়। যাচ্ছে সাইবেরিয়ার দিকে শুধু নয়, যাচ্ছে নতুন জীবনের দিকেও। কিন্তু একা একা। সেইখানে বোঝা যায় পিয়ের ও লেভিনেরই স্বগোত্রীয় সে; অসংশোধনীয়রূপে টলস্টয়ীয়।

ওদিকে নিজের সমাজের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে পরিপূর্ণ । তিন খন্ডে বিভক্ত এ উপন্যাস। প্রথম খন্ডে নেখলুদভ দেখল আইন - আদালতের একই সঙ্গে হাস্যকর ও ভয়ঙ্কর রূপ। দ্বিতীয় খণ্ডে দেখল সে রাজধানী যা মফস্বলেও তাই একই সে সুদূর সাইবেরিয়াতে। হাস্যকর, ভয়ঙ্কর অথচ অন্তঃসারশূন্য। সামাজিক জীবন তার কাছে লজ্জার বিষয়। লেভিন পারেনি তার সমাজকে পরিত্যাগ করতে, বারবার ফিরে ফিরে এসেছে সে গ্রাম থেকে শহরে। নেখলুদভ পারল। পরিত্যাগ করলো সে সম্পূর্ণত।

আইনসভায় নিয়ে গেছে সে কাটুসার আপীল, ভালো উকিল নিয়েছে। প্রভাবশালী সদস্যদের কারো কারো সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু তবু ফল হলো না। কাটুসার শাস্তি বহাল রইল। কাটুসাকে যেতে হবে সাইবেরিয়াতে, বন্দী হিসাবে, নির্ব াসনে। কিন্তু এই যে ঘোরাঘুরি ও তদ্বির নেখলুদভের এর মধ্যে ছোট্ট লাভ হলো একটা, দেখা হলো তার পুরানো ছ াত্রজীবনের বন্ধু সেলেনিনের সঙ্গে। সৎ, বিশ্বাসী, ভদ্র, সুশিক্ষিত মানুষ এই লোকটি। বর্তমানে আমলা সে খাস রাজদরব ারের। সেলেনিনের জীবন শিক্ষণীয়। সে বিশ্বাস করতো মানুষের উপকার করতে হবে। কিন্তু এও মনে করতো যে, উপকার করার পথ হচ্ছে রাষ্ট্রর সেবা করা। চাকরি পেল, কিন্তু দেখল সেবা করা ঠিক তাতে হচ্ছে না। আয়নায় যখন নিজেকে দেখে, গায়ে দামী উর্দি, যখন দেখে লোকে তাকে সম্মান করে নুয়ে পড়ে, তখন আবার ভালোও লাগে।

ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে তার বিবাহিত জীবনে। জাগতিক দিক থেকে দেখতে গেলে চমৎকার বিয়ে। সুন্দর নয় স্ত্রী, কিন্তু উঁচুপরিবারের। প্রথম সন্তানের জন্মের পরই স্ত্রী ঠিক করল আর তার সন্তানের প্রয়োজন নেই, তখন থেকে শু হলো স্ত্রীর বিলাসী সামাজিক জীবন। সেই সামাজিকতায় স্বামীর কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু শক্তি ছিল না সেটা ত্যাগ করে। চেষ্টা করতে গিয়েই টের পেয়েছে পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকছে সে, যে দেয়াল তার স্ত্রীর ও অন্যসব আত্মীয়স্বজনের বিশ্বাস দিয়ে তৈরি। সন্তানের লালন - পালন স্বামীর ইচ্ছায় সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে হতে থাকল। ফলে দেখা গেল স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে শ ান্ত, ভদ্র কিন্তু নিরাপোস এক যুগ চলছে অবিরাম। সবকিছু মিলিয়ে জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্বহ এক বোঝা।

ধর্মের ব্যাপারে তা-ই ঘটল। প্রচলিত ধর্মমতের কুসংস্কারগুলো ধরা পড়ে গিয়েছিল সেলেনিনের কাছে সেই ছাত্রজীবনেই; সেগুলোকে পরিত্যাগও করেছিল সে সম্পূর্ণরূপে, তথাপি সম্ভব ছিল না তার পক্ষে তাদের বাইরে যাওয়া। যেহেতু অ ামলা সে, যেহেতু সামাজিক মানুষ একজন তাই আটকা পড়ে রইল, ত্যাগ করা সত্ত্বেও।

সেলেনিনের জীবন শিক্ষণীয় এই জন্য যে, তার মতো লোক আরো ছিল তার সমাজে, তাৎপর্যপূর্ণ আরো বেশি এই ক ারণে যে নেখলুদভের পক্ষেও সম্ভব ছিল এভাবে না - ঘরের না -ঘাটের হয়ে থাকা। আরেকজন সেলেনিন হতে পারত সে ও। বোঝা বহন করতে পারত গ্লানির ব্যর্থতার, অসন্তোষের। কিন্তু নেখলুদভ তা করতে সম্মত হয়নি; নেখলুদভ পরিত্যাগ করেছে পুরোপুরি যেমন করেছিলেন টলস্টয় নিজে। পরবর্তীকালে টলস্টয়ের গৃহত্যাগের পূর্বাভাষ পড়েছে যেন নেখলুদভের শ্রেণী ত্যাগে। টলস্টয়ও শ্রেণীত্যাগ করেছিলেন বলা যায় যখন তিনি গৃহ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন কৃষক জীবনের দিকে। নেখলুদভ চেয়েছিল কৃষকসমাজের মেয়ে কাটুসার সঙ্গে থাকবে। বর্জন এতই নিরাপোস যে, এই একদা - বন্ধু সেলেনিনের সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ রক্ষার উৎসাহ বোধ করেনি নেখলুদভ। চলে গেছে সাইবেরিয়া অভিমুখে।

''পুনত্থানের'' তৃতীয় খণ্ডে রাজধানী থেকে অনেক দূরে, কয়েক হাজার মাইল দূরবর্তী সাইবেরিয়ায় দিকে চলেছে বন্দীরা। এদের মধ্যে কাটুসা আছে। চলেছে নেখলুদভও। সে নতুন জীবনের দিকে যাচ্ছে। এই যাত্রা ভয়ঙ্কর কষ্টের। কোথাও হেঁটে হেঁটে যেতে হয় মাইলের পর মাইল। কোথাও ট্রেনে গাদাগাদি বসতে হয়, ঠাসাঠাসি করে। অত্যাচার লাঞ্ছনা কোনটারই বিরাম নেই। একটা কাজ করল নেখলুদভ। বলে কয়ে কাটুসাকে ঢুকিয়ে দিল রাজনৈতিক বন্দীদের দলে।

রাজনৈতিক বন্দীরাও যাচ্ছে সাইবেরিয়াতে। লেনিন যে বলেছেন, দাসত্বের প্রতি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তিন ধরনের, সেই বর্গীকরণ এক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা সম্ভব। অনেকেই জানে না যে তারা দাস, এই উপন্যাসের অনেক চরিত্রই সেই পর্যায়ের। বিশেষত শ্রমজীবীরা। অনেকে আবার কেবল যে জানেই না তা নয় দাসত্ব উপভোগই করে তারা, এরকম মানুষ হচ্ছে বুর্জে ায়ারা। আর যারা জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় দাসত্বের, তারাই হচ্ছে প্রকৃত বিদ্রোহী। রাজনৈতিক বন্দীরা এই রকমের বিদ্রোহী।

বিদ্রোহীদের মধ্যে টলস্টয় লক্ষ্য করেছেন যে, কেউ কেউ স্বৈরাচারী, কেউ বা প্রতিহিংসাপরায়ণ। কিন্তু ভালো যারা তারা আবার খুবই ভালো। এদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে, পিতা তার জেনারেল, মেয়েটি আজ কারাগারে এই অপরাধে যে, ত ার বাড়ি থেকে একটি যুবক একদা গুলি ছুঁড়েছিল হত্যা করার উদ্দেশ্যে, এবং সেই যুবককে বাঁচাতে গিয়ে সে ধরা দিয়েছে। অনেকের বিদ্ধেই অভিযোগ তাদের কাছে নিষিদ্ধ কাগজ পাওয়া গেছে। বোঝা যায়, স্বৈরাচার খুব প্রবল হয়েছে, অর্থাৎ দিচ্ছে সে মরণকামড়। শুনতে পাওয়া যায় আসন্ন বিপ্লবের সংকেত-ধবনি। রাজনৈতিক বন্দীদের মনোবল দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে স্বৈরাচারের পতন আসছে ঘনিয়ে।

রাজনীতির আলোচনা এবং রাজনৈতিক কর্মের আভাস -- এ আমরা এর আগে - লেখা টলস্টয় এবং নেখলুদভ -- এঁরা কেউই রাজনৈতিক কর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষের মঙ্গলে বিশ্বাস করেন না, এঁরা বিশ্বাস করেন ব্যক্তির হৃদয় - পরিবর্তনে। নেখলুদভ সম্পূর্ণতইটলস্টয়ের মুখপাত্র উপন্যাসের শেষে যখন সে বাইবেলে ফিরে যায়। কাটুসা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, রাতে তার ঘুম হচ্ছে না। ঘরময় পায়চারি করতে করতে এবং চিন্তা করে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে নেখলুদভ বাইবেল খুলে বসে। তার চোখ পড়ে যায় সেইখানে যেখানে বলা হচ্ছে যে, স্বর্গ - রাজ্যে প্রবেশ করতে যদি চাও তবে তুমি শিশুর মতো নম্র হও। যীশু আরো বলেছেন, শিশুকে যে আমার নামে গ্রহণ করবে সে আমাকে গ্রহণ করবে। আর শিশুকে যে অ াঘাত করবে তার পক্ষে ভালো কাজ হবে গলায় পাথর বেঁধে গভীর সমুদ্রে ডুবে মরা। বলেছেন, শত্রুকে ঘৃণা করো না, ত াকে ভালোবাসো, তাকে সাহায্য করো, তার সেবা করো। খ্রীস্টের বাণী নেখলুদভ তেমনভাবে গ্রহণ করল যেমনভাবে স্পঞ্জ পানি চুষে নেয়। এবং ফলে, ''সেদিন রাত্রিবেলা একটি সম্পূর্ণ নতুন জীবনের উদয় হল নেখলুদভে, এ জন্য নয় যে সে জীবনের নতুন অবস্থায় পৌঁছেছে বরং এই জন্য যে, সেই রাতের পর সব কিছুরই একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা পেল সে।''

বলাই বাহুল্য, এই নতুন জীবন রাজনৈতিক কর্মের মধ্য দিয়ে অর্জিত নয়। কিন্তু তবু ব্যক্তি টলস্টয় যাই বিশ্বাস কন না কেন শিল্পী টলস্টয় কিন্তু নেখলুদভের এই পরিবর্তনের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না, যে জন্য উপন্যাস শেষ হচ্ছে এই ব াক্যটি দিয়ে ''নেখলুদভের এই জীবনের এই নতুন অধ্যায় কিভাবে শেষ হবে তা কেবল সময়েই প্রামাণিত হবে।'' না

টলস্টয় আশা রাখেন, কিন্তু আস্থা রাখেন না। আর এ জন্যই তো তিনি নিশ্চিত ছিলেন না "পুনরুত্থান কিভাবে শেষ করবেন। প্রথমে ভেবেছিলেন নেখলুদভ ও কাটুসার বিয়ে হবে; পরে সাইবেরিয়াতে তারা বসবাস শু করছে। আর নেখলুদভ? নেখলুদভ বই লিখছে। পরে তারা পালিয়ে যাবে লন্ডনে, সেখানে ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানার অন্যায় তুলে ধরবে লোক - সম্মুখে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, যে - কিশোরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে প্রেমে পড়েছিল কাটুসা সে নিবন্ধ লিখছিল ভূমি সংস্কারের ওপরে। বয়স যখন অল্প ছিল তখনই তার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। পুনর্খিত নেখলুদভ ফিরে যাবে বুঝি তার কৈশোরে। কিন্তু এভাবে শেষ করতে পারেন নি শিল্পী টলস্টয়। সত্য বটেজীবনকে ট্রাজেডি হিসাবে গ্রহণ করেন নি তিনি; "পুনর্খানের" সমাপ্তিও পরাজয়ের নয়, জয়েই; কিন্তু তবু বিয়ে দেওয়া সম্ভব হলো না ন ায়ক-নায়িকার। নায়িকাই প্রত্যাখ্যান করলো নায়ককে। নায়ক অবশ্য মনে করছে যে, ভালোবাসে বলেই কাটুসার এই প্রত্যাখ্যান;তার ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকতে চায় না কাটুসা। কিন্তু এটা নেখলুদভের মনগড়া ধারণাই হবে। এখনকার কাটুস া এমন কোনো প্রমাণ দেয়নি যে সে আবার ভালোবাসতে শু করেছে তার একদা - প্রেমিককে, যে তাকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। টলস্টয় নিশ্চিত নন এমনকি নেখলুদভের নতুন জীবনের দৃঢ়তা সম্বন্ধেও। যে অনিশ্চয়তার আভাস উপন্যাসের শেষ বাক্যে আমরা লক্ষ্য করছি। কেবল তা-ই নয়, টলস্টয় পরে একবার বলেছিলেন যে, তিনি ভয়ঙ্করভাবে চান নেখলুদভের পরবর্তী কৃষকজীবনের একটি শৈল্পিক, কিন্তু নাটকীয় নয়, মহাকাব্যিক বিবরণ দিতে। তবু সে - বিবরণ টলস্টয় আর দিতে পারেননি।

কেন পারলেন না? একটা কারণ নিশ্চয়ই সময়াভাব। কিন্তু এমনকি অনেক যদি থাকতো তাঁর সময় তবুও কি সম্ভব হতো নেখলুদভের কৃষক জীবনের উপর ভিত্তি করে একটি মহাকাব্য লেখা; না, হতো না। কেননা সে মহাকাব্যের বাস্তভিতটা তৈরী ছিল না। প্রত্যাগমনতো জীবনের ধর্ম নয়, জীবন এগুচ্ছিল সামনের দিকে এবং সেই সামনে এগুনোর মূল মন্ত্র ব্যক্তির হৃদয় পরিবর্তন নয়, ব্যক্তিমালিকানার উৎসাদনের লক্ষ্যে সংগঠিত শ্রেণী সংগ্রাম। শ্রেণীচ্যুত নেখলুদভ কৃষক সেজে কতদিন স্থির থেকেছে বলা মুস্কিল, কেননা ব্যক্তি তো সমাজের পোষ্য। সত্য বটে, নেখলুদভ তার শ্রেণী ছেড়েছে এবং শ্রেণী ছেড়ে সাইবেরিয়াতে এসেছে, আসার পথে, দ্বিতীয় খন্ডের শেষে, তার মনে এসেছে "সেই ভ্রমণকারীর আনন্দ যে একটি নতুন, অপরিচিত ও সুন্দর জগৎ আবিষ্কার করেছে।" কিন্তু মানুষতোকেবল ভ্রমণকারী নয়। সে গৃহীও, এমনকি ভ্রমণেও ত ার সঙ্গী আবশ্যক, সঙ্গীবিহীন, একাকী নেখলুদভ কৃষক সাজতে পারে ঠিকই, তবে যথার্থ কৃষক হওয়া অসম্ভব তার পক্ষে, অসম্ভব হবে নতুন জীবনে চিরস্থায়ী অবস্থা নেয়া।

না, ব্যক্তি টলস্টয় যা-ই বিশ্বাস কন না কেন শিল্পী টলস্টয় জানেন ঠিকই যে, রাজপুত্র নেখলুদভ পারবে না; কেননা নতুনযুগের নায়ক সে নয়। নায়ক আসবে অন্য জায়গা থেকে। আসবে বিপ্লবীদের ভেতর থেকে। যারা একাকী নয়, যারা পরস্পর পরস্পরেরসঙ্গে সংলগ্ন, যারা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। এদেরই একজন সিমনসন। সিমনসন অনেকটা জায়গা জুড়ে নেই এ বইতে, কিন্তু তৃতীয় খণ্ডে শুতেই তার দেখা পাই আমরা, এবং শেষ পর্যন্ত তার ক াছেই হেরে যায় নেখলুদভ। কাটুসা বিয়ে করে বিপ্লবী সিমনসনকেই অনুতপ্ত রাজপুত্র নেখলুদভকে নয়। নতুন যুগের র াজপুত্র 'রাজপুত্র' নেখলুদভ নয়, শ্রমজীবী মানুষের বন্ধু এবং 'রাজুত্রদের হাতে - লাঞ্ছিতা কাটুসার স্বামী সিমনসন।

সিমনসনের চরিত্রেও দেখি টলস্টয়ী জামা - কাপড়। সিমনসন আলু থালু, বয়স অল্প, দেখতে কিছুটা কালো; চোখগুলো গভীর। সে মাছমাংস খায় না, পশু চর্মের পাদুকা সে পরবে না। সব সময়েই সে ভাবে, এবং যা ভাবে সঙ্গে সঙ্গে নোট বইতে লিখে নেয়। সংসারের অনেক মানুষ আছে যারা অন্যের মত নিয়ে চলে, ভয় পায় তারা দায়িত্ব নিতে নিজের মতের, ভয় পায় বিচ্ছিন্ন হতে স্রোত থেকে নেখলুদভ তেমন একটা মানুষ হয়ে গিয়েছিল --- মাঝখানে, যখন সে স্বচ্ছ একজন সামা জিক মানুষ ভিন্ন অন্যকিছু নয়। কিন্তু সিমনসন অন্য রকম, সে জানতে চায়, বুঝতে চায়, সিদ্ধান্ত নিতে চায় এবং নিয়ে তদনুযায়ী চলতে চায়। এইখানে তার সঙ্গে মিল আছে নেখলুদভের; কিন্তু নেখলুদভ বিচ্ছিন্ন ও অরাজনৈতিক, সিমনসন সংলগ্ন ও রাজনীতি নিয়োজিত।

তার সম্বন্ধেআমরা যা জানতে পারি সেটা এই। তার পিতা ছিল সরকারী কর্মচারী। পুত্রের ধারণা হলো পিতার আয় অন্য ায়- উপার্জিত । বলল সে, এ টাকা জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া উচিত। পিতা তাই করল যা ছিল স্বাভাবিক। পুত্রের কথা শোনা দূরে থাক, পুত্রকে লাগালো প্রচণ্ড ধমক। ফলে সিমনসন গৃহত্যাগ করলো। তার আরো ধারণা হয়েছিল যে

অজ্ঞতাই সমস্ত অমঙ্গলের উৎস। তাই বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে চাকরি নিল গ্রামে, শিক্ষকতার। ছাত্রদের এবং কৃষকদের সে শেখালো যা তার কাছে ন্যায় বলে মনে হয়েছে; সে চিনিয়ে দিতে চাইলো অন্যায় কাকে বলে। ফলে তার জেল হলো। যেমন হওয়া উচিত ছিল। বিচারের সময় সিমনসন বলেছিল বিচারকদের যে, তাদের কোনোই অধিকার নেই তাকে বিচার করার। কিন্তু বিচার হলো, নির্বাসন ও হলো। সিমনসন কোন্ দলে আছে টলস্টয় বলছেন না। কিন্তু সে তো একা নয়। রাজনৈতিক বন্দীরা বন্ধু তার, বিশেষ বন্ধুত্ব কাটুসার সঙ্গে। কাটুসা বোঝে সেটা এবং শেষ পর্যন্ত নেখলুদভের নয়, সিমনসনেরই স্ত্রী হয় সে। সিমনসনদের এ বিজয় অবধারিত এবং ইতিহাস নির্ধারিত। শ বিপ্লবের ধবনি শোনা যাচ্ছে এই উপন্যাসে। বুর্জোয়ার সমাজ ভাঙ্গছে। হৃদয়বান মানুষেরা শ্রেণীচ্যুত হচ্ছে। বহু তণ ও তণী এগিয়ে আসছেএই সম াজের বিদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটাতে। প্রকৃত পুনত্থান তখনি সম্ভবপর হবে। কারো একার নয়, সমগ্র দেশের। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। সংস্কার সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কারো শাস্তি লাঘব করা যেতে পারে, যা নেখলুদভ কারো কারো ক্ষেত্রে করেছে এবং নেখলুদভ যা পারেনি তার বন্ধু সেলেনিন তা সম্ভব করেছে শেষ পর্যন্ত সম্রাটের দপ্তর থেকে কাটুসার শাস্তি কিছুটা কমিয়ে এনে। কিন্তু তাতে ক'জনকে মুক্তি দেয়া সম্ভব? গোটা সমাজই তো বন্দী। বিচারকেরাও বন্দী, কারাবন্দীরাও বন্দী। যে সেলেনিন কাটুসাকে মুক্ত করতে পারলো সে কিন্তু নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি, নিজে সে আশাহীনরূপে বন্দী।

এ উপন্যাসে পুনত্থান নেখলুদভেরই হবার কথা। সে-ই নায়ক এর, নায়ক সে সমগ্র ক্রিয়াকান্ডের। তার দৃষ্টিতেই জগৎ দেখি আমরা। কিন্তু পুনত্থান তার যতটা নয়, তারো চেয়ে বেশী কাটুসারই। এবং সেই পুনত্থান সম্ভব হলো একজন র াজবন্দীর সহায়তায় ও সহমর্মিতায়। আনা কারেনিনার যাত্রা ছিল মৃত্যুর দিকে, কাটুসার যাত্রা জীবনমুখো।

বিপ্লবীদের সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল না নেখলুদভের। বিশেষ করে জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারের হত্যাকান্ডের পর এই ভালো না লাগা ইতিবাচক ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল। এখন যখন জানতে পারল কতটা দুর্ভোগ সহ্য করেছে বিপ্লবীরা সরক ারের হাতে, তখন বুঝতে পারল যে বিপ্লবী হওয়া ছাড়া এদের পক্ষে কোনো উপায় ছিল না।

তাই বলতেই হয় যে, রাজনীতি এ উপন্যাসের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে। রাজনীতি তো আসলে অর্থনীতিরই কেন্দ্রীভূত র ূপ। সেই অর্থনৈতিক প্র উপন্যাসে নানাভাবে আসছে। ভূমি - মালিকানার সমস্যা যে কেবল নেখলুদভকে ব্যক্তিগতভাবে উত্যক্ত করেছে তা তো নয়, এ হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি - ব্যবস্থার অংশ, আর সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সকল সামাজিক ও নৈতিক সমস্যার আকর। এরই জোরে দুর্বৃত্ত সাধু সাজে, সাধুর শাস্তি হয়। সবচেয়ে নিরীহকে সবচেয়ে বিপজ্জনক মনে কর া হয়। টলস্টয় নৈতিক সমস্যার বিষয়েই প্রধানত উৎসাহী এবং "পুনত্থান" উপন্যাসে নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার তুলন ায় কৃষক সমস্যা অধিক গুত্ব পেয়ে যাচ্ছে মনে করে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হয়েছিলেন বৈকি। কিন্তু অর্থনীতিই তো কাটুসাকে বেশ্যা করল, যেমন নেখলুদভকে করলো 'রাজপুত্র'। সে - সমস্যার সমাধান না করে অন্য সম্যসার সমাধান কোথায়? কে দেবে? ১৮৯৯-তে এ উপন্যাসে লেখা শেষ হয়, তার অনেক আগে, ১৮৮১ -তে ডাইরীতে লিখেছিলেন টলস্টয়, "একটি অর্থনৈতিক বিপ্লব যে কেবল সম্ভব তা নয়, বিপ্লব অনিবার্য। আশ্চর্যের বিষয় বরঞ্চ এটাই যে, তা এখনো হয়নি।" শ্রমিকের নয়, তিনি ভেবেছিলেন কৃষকের বিপ্লব আসছে। শ দেশের অধিকাংশ মানুষই তখন কৃষিজীবী, কিন্তু এই যে একটা সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী শক্তিশালী হয়ে উঠছিল ত্রমশ তার বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না টলস্টয়। টলস্টয়ের জগতে নায়ক চলে যায় কৃষকের কাছে, মধ্যবিত্ত শ্রমিকের কাছে না গিয়ে। উপন্যাসে আত্মজৈবনিক উপাদানের কথা উল্লেখ করেছি। এর মূল ঘটন াটির কাঠামো টলস্টয় পেয়েছেন তাঁর এক উকিল বন্ধুর কাছ থেকে। এ সেই কাহিনী যেখানে জুরিদের একজন রায় দিতে বসেছে একটি মেয়ের উপর যাকে সে নিজেই প্রথমে নষ্ট করে। সেই ঘটনার উৎস ও বিস্তার লক্ষ্য করতে গিয়ে তিনি গোটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাটাকেই নিয়ে এসেছেন।

"পুনত্থানে"র রচনা ও প্রকাশের সঙ্গেও রাজনীতি সরাসরি জড়িয়ে। ১৮৯৯ - তে শু হয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়নি দশ বছরে, কাগজপত্রের মধ্যে পড়েছিল। পরে এটি শেষ করলেন যে সেটি একটি রাজনৈতিক অনুপ্রেরণায়। দুখোবর নামে একটি ধর্মীয় সমাজতন্ত্রী সম্প্রদায়ের লোকেরা জারের হাতে নিগৃহীত হচ্ছিল। এরা ছিল যুদ্ধবিরোধী। ধর্মীয় কিন্তু কম্যুনিস্টদের মতই সমাজতন্ত্রী। এদেরকে বাঁচাবার একটা উপায় ছিল দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া। ক্যানাডা সরকার এদের নিতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু জাহাজের খরচ সংগ্রহ করা দরকার হয়ে পড়েছিল। টলস্টয় উপন্যাসটি শেষ করলেন এদের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। অন্য দু'টি গল্পের বিনিময়ে পাওয়া টাকা দিলেন, এই উপন্যাসের টাকাও দিলেন।

টলস্টয়ের জনপ্রিয়তা তখন সারা পৃথিবীজোড়া। একই সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো এ উপন্যাস ইংল্যান্ড্ অ ামেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানীতে, এবং শ দেশে তো বটেই। টাকা পাওয়া গিয়েছিল প্রচুর। ১২ হাজার দুখোবরকে বিদেশে প াঠাবার কাজে এটাকার ভূমিকা ছিল অমূল্য।

"আনা কারেনিনা"তে টলস্টয় দেখিয়েছেন, পরিবারগুলো কেমন অসুখী, এখানে দেখাচ্ছে পরিবার যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। পারিবারিক জীবন আর পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ্যালয়ে পরিবার থাকবার কথা নয়, গৃহেও দেখা যাচ্ছে পরিবার নেই। পিতার কর্তৃত্ব অনুপস্থিত ঃ পিতৃত্বের পতন ঘটেছে। নেখলুদভ তার সন্তানের খোঁজ পায়নি। দায়িত্বও নেয়নি। অন্যসব পিতারাও অযোগ্য। কাটুসার পিতৃপরিয় নেই। নেখলুদভ পিতা হারিয়েছে অতিঅল্প বয়সে। অন্যদিকে শিশু ও কিশোরের সেই প্রাণচাঞ্চল্যও নেই। নেখলুদভ যীশুর বাণী পড়ছে, যীশু যেখানে শিশুর মর্যাদার কথা বলছে; কিন্তু নেখলুদভের নিজের শিশুতো মারা গেছে নিষ্ঠুর অবহেলায়। কাটুসা - নেখলুদভের কৈশোরিক প্রেম এ উপন্যাসের উজ্জ্বলতম অংশ, কিন্তু সে - প্রেম সুখ আনেনি কারো জীবনেই। শিশুর প্রতি এই হৃদয়ীনতা এ সমাজের নিষ্ঠুরতাই পরিম াপক বৈ নয়। এ জগৎ আগের সব জগতের চেয়ে অনেক বেশি কদর্য, অনেক বেশী বিশৃঙ্খল। নেখলুদভের যথার্থ মনে হয় সে পাগল, নইলে অন্য সবাই পাগল।

বসন্তেই শু। যেন এলিয়টের বসন্তই, চসারের বসন্ত নয়। এ বসন্ত স্মৃতি আনে দুঃখের। কিন্তু চসারের বসন্তও আছে, প্রকৃত বসন্ত, সেই বসন্ত ব্যর্থ হয়ে যায় সমাজের শীতে। নতুন জীবন আসতে চায় নতুন বসন্তের মতো। প্রাকৃতিক নয়, সামাজিক। আসলে প্রকৃতির চেয়ে সে সমাজ বড় সেটাই বোঝা যায় শেষ পর্যন্ত। স্বর্গচ্যুতি ঘটেছে মানুষগুলোর, এখন নতুন স্বর্গ গড়তে হবে তাদেরকে। ট্রেনটি যখন চলে গেল কাটুসাকে ফেলে তখন কাটুসা বুঝেছিল, তার হতাশার মধ্য দিয়ে যে, সংস ারে প্রেম নেই, কেবল শোষণ আছে, বুঝেছিল যে, "প্রত্যেকেই কেবল নিজের জন্য বাঁচে, নিজ নিজ সুখের জন্য" পরে র াজনৈতিক বন্দীদের, বিশেষ করে সিমনসনের সংস্পর্শে এসে বুঝলো সে নিঃস্বার্থ প্রেম সত্যি সত্যি আছে। বন্ধুত্ব অসম্ভব নয়, জীবনের অর্থ একটা আছে বৈকি। তার জীবনের চরিতার্থতা বিদ্যমান সমাজে সম্ভব ছিল না, তাকে যেতে হবে নতুন সম াজের দিকে।

শরৎচন্দ্র এ উপন্যাসের একজন উৎসাহী পাঠক ছিলেন। তার কারণ বুঝতে কষ্ট নেই। এই জগতেও গণিকা আছে। আছে প্রেমিক যুবক। কিন্তু কাটুসার পাশে শরৎচন্দ্রের প্রেমিকদের জগৎ রাজনীতির স্পর্শহীন। তাঁর দেবদাস কি সতীশের পক্ষে সম্ভব নয় নখলুদভ হবে, না বিত্তে, না অনুশোচনায়। কিম্বা শিক্ষা - দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে; এমনকি আবেগেও নয়। নয় কর্মস্পৃহাতেও। বোঝা যায়, শ দেশে কেন বিপ্লব হয়েছে, আর আমাদের মতো দেশে কেন হয়নি। বোঝা যায়, সামাজিকভ াবে ভারতবর্ষ কতটা পিঁছিয়ে ছিল।

"পুনখান" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কেবল শ দেশে নয়, পৃথিবীর নানাদেশে সাড়া জাগিয়েছিল। কিন্তু সমালোচনাও কম হয়নি। বিদেশে হয়েছে, তাঁর স্বদেশে হয়েছে আরো বেশি। ১৯১৬-এর আগে, অর্থাৎ শ বিপ্লবের পূর্বে, এ বই অবিকৃত অবস্থায় শ দেশে প্রকাশিত হতে পারেনি, প্রথম প্রকাশের সময় একটি দু'টি নয় ৪৯৭টি জায়গায় রদবদল করতে হয়েছিল। আইনের ও ধর্মের উপরএই প্রচন্ড আত্রমণ বিপ্লবের প্রয়োজনকে যেমন তুলে ধরেছে, তেমনি বিপ্লবের কাজকেও ত্বরান্বিত করেছে। টলস্টয় ভিন্নতর বিপ্লব চেয়েছিলেন ঠিকই। পেছনের দিকের। কিন্তু ইতিহাস তো পিছন দিকে যায় না।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com